

## ‘শায়খ আবদুর রহমান’ আপনাকে বলছি

দীর্ঘ তেত্রিশ ঘন্টার শাসরুদ্ধকর নাটকের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শায়খ রহমান ধরা দিলেন / আত্মসমর্পন করলেন আপনি। ঢাকা সহ সারাদেশবাসী যেভাবে ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করে সেভাবে সারাক্ষণ রাস্তায় দোকানে টিভি সেটের সামনে দাড়িয়ে থেকে লাইভ আপনার গ্রেফতারের প্রচেষ্টা এবং গ্রেফতার দেখল, এবং দুদিন ব্যাপী সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান হলো। আমি ভেবেছিলাম আপনার শাপলাবাগের বাসায় টিভি আছে, আপনি নিজেও হয়ত এই পাবলিসিটি (প্রচুর লোক জমায়েত, শত শত সাংবাদিক, টিভি ক্যামেরা, হাজার হাজার নিরাপত্তাকর্মীদের নিরলস পরিশ্রম) উপভোগ করছেন। সবাই যখন আপনার গ্রেফতারের কথা তথা বোমা হামলার প্রতিকারের / বিচারের কথা প্রায় ভুলতে বসেছে তখন সব চ্যানেলের আপনার সমন্ধে এই ফুলকতার রিপোর্টতো আপনার ভালো লাগারই কথা। কিন্তু এর মধ্যে থেকেই কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের সাধারণের জনমনে প্রশ্ন আসায় আপনাকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করছি, কারণ আপনিই এর উত্তরগুলো ভালো দিতে পারবেন।

গরীব মাদ্রাসার ছাত্রদের আপনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য আত্মঘাতী হতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সেভাবে ট্রেনিং ও দেন। তাদের আত্মঘাতী হলে পরকালের অনন্ত সুখ-শান্তির বিবরণ দিয়ে আশ্বস্ত করেন এবং নাশকতার জন্য উত্তেজিত করেন। কিন্তু নিজের বেলায় দেখা গেলো তিন বস্তা বিস্ফোরক ঘরে মজুদ থাকা সত্ত্বেও আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ আত্মঘাতী হন নি। তার কারণ কি? যে উদ্দেশ্যের জন্য আপনি দেশবাসীকে ঠান্ডা মাথায় খুন করাতে পিছপা হন না আপনার সাগরেদ দ্বারা সেই আপনি নিজের বেলায় পিছিয়ে গেলেন কেনো? আপনি বিপদ আচ করতে পেরে স্ত্রী, সন্তান, পরিজনদের আগেই নিরাপত্তার মুচলেকা রেখে নিরাপদ হেফাজতে পাঠিয়ে দিলেন। আপনি নিজের জীবন আর আপনার পরিবারের জীবন এতো মূল্যবান ভাবছেন কিন্তু যাদের খুন করছেন এবং যাদের দ্বারা করাচ্ছেন তারাওতো কারো না কারো না কারো স্বামী, পুত্র, বাবা। তাদের বেলায়? আপনার পরিজনদের উপর সামান্য টিয়ার গ্যাসের আঘাত আপনি সহ্য করতে পারলেন না তাদের নিরাপদ হেফাজতে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু যারা বোমার আঘাতে হাত, পা হারিয়ে জীবন যাপন করছে এবং এই অভাগা দেশে তা করে যেতে হবে তাদের কথা কি একবার ভেবেছেন? হাত-পা নিয়ে কাজ করেই যেখানে জীবন চলে না সেখানে পঙ্গু হয়ে কি করে তারা বেচে থাকবেন?

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য আপনার এই জিহাদ। কিন্তু ইসলাম ধর্মের যিনি প্রবক্তা পুরুষ সেই মহানবী (সঃ) এর সাথে আপনার পদ্ধতি মিলে না। মহানবী (সঃ) কোন যুদ্ধে কিন্তু অন্যদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদে বাড়ী বসে থাকেন নি, তিনি নিজের জীবিত অবস্থায় স্বয়ং সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কখনও কখনও আহত হয়েছেন। কথিত আছে তার কাছে কোন এক ব্যক্তি তার সন্তানকে মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপারে শাসন করতে আবদার করলে তিনি নিজে তার মিষ্টি খাওয়া পরিমিত করে তারপর সেই ব্যক্তিকে মিষ্টি পরিমিত করতে উপদেশ দেন। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হলে আপনার কি মনে হয় না জিহাদের নেতাদের মহানবীর মতো নিজের কুচ্ছ সাধনের এবং কষ্ট করার প্রয়োজন আছে? বোমা হামলায় অন্যের পুত্রদের না পাঠিয়ে নিজের পুত্র সহ নিজের অংশগ্রহণের প্রয়োজন আছে? অন্যদের যে কাজ করতে উত্তেজিত করেন তা নিজেরও করা উচিত? সারাদেশে সবাই যখন লোডশেডিং এ অস্থির আপনি তখন ঘরের মধ্যে আই এস পি ব্যবস্থায় পাখার বাতাস খাচ্ছেন। মহানবীর জীবন কিন্তু এই শিক্ষা দেয় না আমাদের। তার জীবন কিন্তু বিলাসের ছিল না কুচ্ছ সাধনের ছিল। কাফেরদের আইন আপনি মানেন না বারবার আপনি নিজে চিৎকার করে টিভির সামনে বলছিলেন কিন্তু আপনার বাড়িতে রয়েছে কম্পিউটার, সিডি প্লেয়ার, মোবাইল ফোনসহ অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি যা এদেশের সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এগুলি সবই কাফেরের দেশ থেকে আমদানীকৃত, এগুলি ব্যবহার করাকে কি আপনি তাহলে উচিত বা জায়েজ ভাবেন?

শত অন্ধকারের মধ্যেও মানুষ আশার আলো দেখতে পছন্দ করে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। আত্মঘাতী হওয়ার রাস্তায় যারা আছেন আশাকরি তাদের নেতার আত্মসমর্পন তাদের জ্ঞানের চোখ কিছুটা হলেও খুলে দিবে। আপনাদের নেতা ইচ্ছে করলেই পরিবার পরিজন নিয়ে আত্মঘাতী হতে পারতেন তার সেই সুযোগ এবং সময় ছিল এবং সেই সাথে তিনি কিছু নিরাপত্তা কর্মীদেরও হত্যা করে আল্লাহর রাষ্ট্র তৈরীর পথের বাধা দূর করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার নিজের বা তার পরিবারের প্রাণ সংশয় হয় এমন কোন পদক্ষেপ নেন নি। এখন তিনি যদি জামিন পান তাহলেও আরামে থাকবেন আর যদি জেলেও থাকেন তাহলেও থাকবেন প্রথম শ্রেণীর বন্দীর মর্যাদার আরাম নিয়ে। ইহকাল পরকাল সবই তার আরামের।

শায়খ আবদুর রহমান সাহেব এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেন কি?

তানবীরা তালুকদার

০২।০৩।০৬

